চৈতন্যভাগবতে পৌগণ্ডলীলার সবিস্তার বর্ণন ঃ—

বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন-দাস।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র-প্রকাশ ॥ ৩১ ॥
পৌগণ্ড-লীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন-দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরামোদ্বাহ-কর্ম্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যস্য শ্রীকেশবং প্রতি। তাবয়ং বনমালী যৎ কর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ।।"

৩১। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

চৈঃ ভাঃ আদি ৮ম অঃ—উপনয়ন ও মাতাকে সুবর্ণ-দান অধিকতর বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণিত। অধ্যাপন, পণ্ডিত-বিজয়, জাহ্নবীতে জলকেলি, অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য বঙ্গদেশে গমন, তথায় বিদ্যা-বিচার ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-উপদেশ, বারাণসী-গমনের আজ্ঞা প্রদান ইত্যাদি লীলা বর্ণিত। মহাপ্রভুর বঙ্গবিজয়-সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতপ্রাপ্তি-ছলে বৈকুণ্ঠ-গমন হইল। প্রভু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিলেন ; পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরের সহিত আলাপ এবং তৎকৃত গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক বিচারপূর্ব্বক তাহাতে পঞ্চালঙ্কার-গুণ ও পঞ্চালঙ্কার-দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কবি সরস্বতীর নিকট রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সদা কৃপারত গৌরহরি ঃ—

কৃপাসুধা-সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবন করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) কৃপা-সুধা-সরিৎ (কৃপামৃত-নদী) বিশ্বং (সংসারং) আপ্লাবয়ন্তী (নিমজ্জয়ন্তী) অপি, সদা নীচগা (নিম্নগামিনী—ঐশ্বর্য্যবিহীনেষু অকিঞ্চনেষু দীনজনেষু করুণা-ময়ী এব) ভাতি (প্রকাশতে), তং চৈতন্যপ্রভুম্ [অহং] ভজে।

লক্ষ্মী-সরস্বতী-পূজিত গৌরহরি ঃ—

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ ॥৩॥

কৈশোরলীলা ঃ—

এই ত' কৈশোর-লীলা-সূত্র-অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩। গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ি-জয়চ্ছলে বাগ্‌দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোর-চৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন্।

অনুভাষ্য

৩। গৃহাশ্রমাৎ (গৃহাগমাৎ বা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য) মূর্ত্তিমত্যা (শরীরধারিণ্যা) লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ (সেবিতঃ), অথ দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ (দিগ্বিজয়ী-কেশবকাশ্মীরাখ্য-বিবুধস্য জয়ব্যপদেশাৎ) বাগ্‌দেব্যা (সরস্বত্যা) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) কৈশোরচৈতন্যঃ (কিশোর-বয়সি স্থিতঃ চৈতন্যঃ) জীয়াৎ।

নিমাইর অধ্যাপনায় সকলের বিস্ময় ঃ—

শত শত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যয়ন ।
ব্যাখ্যা শুনি' সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৫ ॥

নিমাইর নিকট পরাজয় হইলেও পণ্ডিতগণের সন্তোষ ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয় ।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে ।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন ঃ—

কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন ।
যাঁহা যায়, তাঁহা লওয়ায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮ ॥

প্রভুর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি শ্রবণে বহু ছাত্রের অধ্যয়ন ঃ—

বিদ্যার প্রভাব দেখি' চমৎকার চিত্তে ।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥ ৯ ॥

প্রভুর সহিত তপনমিশ্রের সাক্ষাৎকার ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঃ—

সেই দেশে বিপ্র, নাম—মিশ্র তপন ।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন ॥ ১০ ॥

নানাশাস্ত্রে নানামুনির নানা-মতে বুদ্ধি-বিভ্রম ঃ—

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় ।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

স্বপ্নে এক বিপ্রের তাঁহাকে নিমাইপণ্ডিতের নিকট তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ ঃ—

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে,—"শুনহ তপন ।
নিমাঞিপণ্ডিত-স্থানে করহ গমন ॥ ১২ ॥
তেঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো,—নাহিক সংশয় ॥" ১৩ ॥

প্রভুর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

স্বপ্ন দেখি' মিশ্র আসি' প্রভুর চরণে ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৪ ॥

প্রভুর হরিনামকেই সাধ্য-সাধনরূপে কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল ।
'নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর',—উপদেশ কৈল ॥ ১৫ ॥

তাঁহাকে কাশীগমনে আদেশ ঃ—

তাঁর ইচ্ছা,—"প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি' ।
প্রভু আজ্ঞা দিল,—"তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রে পরাজয় করিলেও তাঁহার বিনয়ভঙ্গী-কৌশলে পণ্ডিতদিগের দুঃখ হয় না।

১০। সাধ্য-সাধন—সাধনদ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহার নাম 'সাধ্য' ; সাধ্যবস্তু যে-উপায় অবলম্বন করিলে পাওয়া যায়, তাহার নাম 'সাধন'।

অনুভাষ্য

৪। কৈশোর—একাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ-বর্ষমিতকাল কিশোর, তদ্ভাবান্বিত।

১১। (ভাঃ ৭।১৩।৮)—"** গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত **" অর্থাৎ বহু গ্রন্থকলাভ্যাস করিবে না বা শাস্ত্রব্যাখ্যা-জীবী হইবে না—চরমকল্যাণার্থীর (ভগবদ্-ভজনেচ্ছুর) সর্ব্বাগ্রে এই প্রলোভন পরিত্যাজ্য—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব, ২ লঃ। (ভাঃ ১১।২১।৩০, ৩৬)—"এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্। মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে।। শব্দব্রহ্ম-সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্। অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ।।" অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডপোষক শাস্ত্রবিপণীকারগণের নিষ্কাম-ভগবদ্ভক্তি-বিরোধী, মধুপুষ্পিত (মনোহর) এবং মাৎসর্য্য ও ফলভোগ-তাৎপর্য্যময় বাক্যসমূহ শ্রবণ বা পাঠ করিবার ফলে অনভিজ্ঞ তরলমতি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যসাধন ও নিত্যসাধ্য কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমার পরম মহিমা ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অনাদি-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১-১৩। শাস্ত্র অনেক। ঐ ঐ শাস্ত্রে যাহাকে 'সাধ্য' ও যাহাকে 'সাধন' বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। বহু শাস্ত্র পড়িতে গেলে,—কোন্ সাধ্য শ্রেষ্ঠ, কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ,—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিত্তে ভ্রম হয়। তপনমিশ্রের চিত্তে এরূপ ভ্রম হওয়ায় নিমাইপণ্ডিতের নিকট যাইতে ও তাঁহার নিকট সাধ্য-সাধন নিশ্চয় করিয়া লইতে স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। মিশ্রকে স্বপ্নে আরও বলিয়াছিল যে, 'নিমাই পণ্ডিত যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় করিও না।'

১৫। প্রভু কহিলেন,—অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি-ভুক্তি—জীবের সাধ্যবস্তু নয় ; কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। কর্ম্ম ও জ্ঞান,—ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে। শুদ্ধা কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায়।

অনুভাষ্য

বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন অতিসহজেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া জীবের নির্ম্মৎসর হিতৈষী শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাবে একমাত্র নিত্যকল্যাণ-পথ শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে অশেষ দুর্গতি এবং দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়। যে-সময় শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসী-ধামে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎকালে

তাঁহা আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন।"
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৭ ॥

ভাবিকালে কাশীতে প্রভু-সেবা সৌভাগ্য এবং শ্রীসনাতনের প্রশ্নে প্রভুর শ্রীমুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের পূর্ণ-মীমাংসা-শ্রবণ-সৌভাগ্য ঃ—

প্রভুর অনন্ত-লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠান কাশীপুরী ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সকলেরই মঙ্গল ঃ—

এই মত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত।
'নাম' দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ২০ ॥

প্রভুর বিচ্ছেদ-কালসর্প-দংশনে লক্ষ্মীর অপ্রাকট্য ঃ—

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ২১ ॥

অন্তর্যামী প্রভুর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

অন্তরে জানিলা প্রভু, যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি' ॥ ২২ ॥

প্রভু-মুখে তত্ত্বজ্ঞান-শ্রবণে শচীর দুঃখ-লাঘব ঃ—

ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন-জন।
তত্ত্ব কহি' কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২৩ ॥

প্রভুর বিদ্যাবিলাস ঃ—

শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি' ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২৪ ॥

রাজপণ্ডিত সনাতন-কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ ও কেশব-কাশ্মীরীর পরাজয় ঃ—

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত' করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥ ২৫ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে সম্মান-দান ঃ—

বৃন্দাবন-দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৬ ॥

কেশব-কাশ্মীরীর শ্লোকের দোষগুণ-বিচার ঃ—

সেই অংশ কহি, তাঁরে করি' নমস্কার।
যা' শুনি' দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। নাম দিয়া অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই কৃষ্ণনাম দিয়া বঙ্গবাসিগণকে ভক্ত করিলেন এবং শাস্ত্র পড়াইয়া অনেককে পণ্ডিত করিলেন।

২১। প্রভুর বিচ্ছেদক্লেশ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মীকে দংশন করিলে তিনি পরলোক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকরূপ স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

২৩। তত্ত্ব কহি' পাঠান্তরে 'তত্ত্বজালে—"কে কস্য পতি-পুত্রাদ্যাঃ" অর্থাৎ কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পত্নী' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাল বিস্তার করিয়া শচীর দুঃখ বিমোচন করিলেন।

২৫। দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব-মিশ্র'-নামক পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষিত হইবার পর শ্রীনিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়া তৎকৃত বেদান্ত-পারিজাতাদি ভাষ্যের টিপ্পনী করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

তপনমিশ্র তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় সংশয়ের মীমাংসা প্রাপ্ত হন। নানা শাস্ত্র ও নানা গুরুব্রুবের আনুগত্য-স্বীকারকারী অবোধ জীবের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু স্বভক্ত তপনমিশ্রের চরিত্রে (এই সংশয়-মীমাংসাদ্বারা) শিক্ষা দিলেন।

২৫। দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব' নামক পণ্ডিত। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ-প্রতিভাদ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হইয়া অবশেষে গৌড়দেশে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবেশ করেন। তিনি নিম্বার্ক-রচিত বেদান্ত-দর্শনের 'পারিজাত'- ভাষ্যের টীকাকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' টীকার 'কৌস্তুভপ্রভা' নাম্নী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশতরঙ্গে—"নিম্বাদিত্যের শিষ্য-পরম্পরা—১। শ্রীনিবাসাচার্য্য, ২। বিশ্বাচার্য্য, ৩। পুরুষোত্তম, ৪। বিলাস, ৫। স্বরূপ, ৬। মাধব, ৭। বলভদ্র, ৮। পদ্ম, ৯। শ্যাম, ১০। গোপাল, ১১। কৃপা, ১২। দেবাচার্য্য, ১৩। সুন্দরভট্ট, ১৪। পদ্মনাভ, ১৫। উপেন্দ্র, ১৬। রামচন্দ্র, ১৭। বামন, ১৮। কৃষ্ণ, ১৯। পদ্মাকর, ২০। শ্রবণ, ২১। ভুরি, ২২। মাধব, ২৩। শ্যাম, ২৪। গোপাল, ২৫। বলভদ্র, ২৬। গোপীনাথ, ২৭। কেশব, ২৮। গোকুল, ২৯। কেশব কাশ্মীরী। (ঐ ভঃ রঃ) "সরস্বতী-দেবীর করিয়া মন্ত্র জপ। হৈল সর্ব্ব বিদ্যাস্ফূর্ত্তি বাড়িল প্রতাপ।। সর্ব্বদিশা জয় করি' 'দিগ্বিজয়ী' খ্যাতি। কাশ্মীর-দেশস্থ

দিগ্বিজয়ী-পরাজয়-বৃত্তান্ত ; দিগ্বিজয়ীর আগমন ঃ—

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে ।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৮ ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা ।
গঙ্গারে বন্দন করি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৯ ॥

প্রভুর মানদ ধর্ম্ম ঃ—

বসাইলা তারে প্রভু আদর করিয়া ।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥ ৩০ ॥

দিগ্বিজয়ীর অভিমানমূলে প্রভুকে তাচ্ছিল্য-প্রদর্শন ঃ—

"ব্যাকরণ পড়াহ, নিমাঞি পণ্ডিত—তোমার নাম ।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ৩১ ॥
ব্যাকরণ-মধ্যে, জানি, পড়াহ কলাপ ।
শুনিলুঁ ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥" ৩২ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি ও গঙ্গার স্তব করিতে অনুরোধ ঃ—

প্রভু কহে,—"ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি ।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩৩ ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ ।
কাহাঁ আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৪ ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন ।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥" ৩৫ ॥

দিগ্বিজয়ীর শতশ্লোকে গঙ্গার স্তব-বর্ণন ঃ—

শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা ।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৬ ॥

প্রভু-কর্ত্তৃক প্রশংসা ও মান-দান ঃ—

শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার ।
"তোমা-সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৭ ॥
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি ।
তুমি ভাল জান অর্থ কিংবা সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥

স্তবমধ্যে একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ ঃ—

এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ-মুখে ।
শুনি' সব লোক তবে পায় বড়সুখে ॥" ৩৯ ॥

অলৌকিক শ্রুতিধর প্রভুর শতশ্লোকের মধ্য হইতে এক শ্লোক-আবৃত্তি ঃ—

তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল ।
শত-শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥ ৪০ ॥

কেশব-কাশ্মীরীর গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক ঃ—

দিগ্বিজয়ি-বাক্য—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা ।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৪১ ॥

"এই শ্লোকের অর্থ কর"—প্রভু যদি কহিল ।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥ ৪২ ॥

প্রভুর স্মৃতিশক্তি-দর্শনে দিগ্বিজয়ীর বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ঃ—

ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল ।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। তুমি 'কলাপ'-নামক ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক এবং তোমার শিষ্যদিগের ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটিল প্রশ্ন-বিষয়ে সংলাপ অর্থাৎ বিশেষ আলাপ থাকে, তাহা শুনিয়াছি।

৩৬। ঘটী একে—এক ঘটিকার মধ্যে।

অনুভাষ্য

অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি।। সর্ব্ব ত্যাগ করি' প্রভু-আজ্ঞায় চলিলা। ** বর্ণি লীলাভোগ 'লঘুকেশব' নামেতে।।" বৈষ্ণব-মঞ্জুষা (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৩১। বাল্যশাস্ত্র—ব্যাকরণ ; যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়নের পূর্ব্বে ভাষাজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অধ্যাপনা হইবার নিয়মই প্রচলিত।

৪১। গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং (নিত্যং) নিতরাং (নিঃসংশয়েন) আভাতি (প্রকাশতে) ; যৎ (যস্মাৎ) এষা (গঙ্গা) শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা (শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলাভ্যাং ভগবৎপাদপদ্মাভ্যাং উৎপত্তিঃ সৃষ্টিঃ, তয়া সুশোভনং ভগং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। করিল সৎকার—সম্মান করিলেন।

৩৮। কিবা—কিংবা, অথবা।

৪০। কোন্ শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন।

৪১। এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুরনরগণদ্বারা অর্চ্চিত-চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুত-গুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা) দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব (সৌন্দর্য্য-শালিনী দ্বিতীয়কমলা ইব) সুরনরৈঃ (দেব-মানবাদ্যৈঃ) অর্চ্চ্যচরণাঃ (সেবিতপদাঃ) ভবানীভর্ত্তুঃ (ভবান্যাঃ ভর্ত্তা স্বামী তস্য গিরিশস্য ভবস্যেত্যর্থঃ) শিরসি (মস্তকে) যা (গঙ্গা) বিভবতি ; [অতঃ ইয়ম্] অদ্ভুতগুণা (চমৎকারগুণশালিনী)।

প্রভুর সবিনয় উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"দেবের বরে তুমি—'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় 'শ্রুতিধর' ॥" ৪৪ ॥

দিগ্বিজয়ীর ব্যাখ্যা ঃ—

শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে—"কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥" ৪৫ ॥

প্রভুর অনুরোধে স্বীয় শ্লোকের নির্দ্দোষত্ব-নির্দ্দেশ ও গুণ-বর্ণনা ঃ—

বিপ্র কহে, "শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার গুণ, কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর ও কবির উক্তি ও প্রত্যুক্তি ঃ—

প্রভু কহেন,—"কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥ ৪৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রশংসা ও কবিতার গুণ-দোষ বিচারে অনুরোধ ঃ—

প্রতিভার বাক্য তোমার, দেবতা সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥ ৪৮ ॥
তাতে ভাল করি' শ্লোক করহ বিচার।"
কবি কহে,—"যে কহিলে সেই বেদসার ॥ ৪৯ ॥

দিগ্বিজয়ীর প্রভুকে কাব্যরসে অনভিজ্ঞ-জ্ঞানে বিদ্রূপ ঃ—

বৈয়াকরণ তুমি, নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥" ৫০ ॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

প্রভু কহেন,—"অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫১ ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥" ৫২ ॥

কবির অনুরোধে প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোকের গুণ-দোষ-বিচার ঃ—

কবি কহে,—"কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ।"
প্রভু কহেন,—"কহি, শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ ঃ—

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকের পঞ্চ দোষ ; ১ম দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—দুই ঠাঞি চিহ্ন।
'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরাত্ত',—দোষ তিন ॥৫৫॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব'—শ্লোকে মূল 'বিধেয়'।
ইদং-শব্দে 'অনুবাদ'—পাছে অবিধেয় ॥ ৫৬ ॥
'বিধেয়' আগে কহি' পাছে কহিলা 'অনুবাদ'।
এই লাগি' শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাধ ॥ ৫৭ ॥

একাদশী-তত্ত্বে ধৃত ন্যায়—

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৫৮ ॥

দ্বিতীয় দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ 'দ্বিতীয়ত্ব' বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৯ ॥
'দ্বিতীয়' শব্দ—বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। উপমালঙ্কার—উপমা দেখাইয়া আলঙ্কারিক গুণ প্রকাশ করা। অনুপ্রাস—শেষচরণে অনেকগুলি 'ভ' এর সন্নিকট সন্নিবেশদ্বারা যে শব্দ-চাতুর্য্য দেখান হইয়াছে, তাহা।

৪৮। নূতন নূতন প্রকারে বাক্য-বিন্যাস করিবার যে বুদ্ধিশক্তি, তাহাকে 'প্রতিভা' বলে। তুমি এই শ্লোকে সেই বুদ্ধির পরিচয় দিয়া দেবগণকেও সন্তুষ্ট করিয়াছ; অর্থাৎ তোমার প্রতিভাশক্তি এই কাব্যে প্রচুর। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিলে গুণদোষ দেখা যাইবে।

৫০। বৈয়াকরণ অথবা ব্যাকরণবিৎ অর্থাৎ (কেবলমাত্র) বাল্যবিদ্যায় বিশারদ—অলঙ্কারাদি-শাস্ত্র-বিচারে অসমর্থ।

৫২। আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই এই শ্লোকে অনেক দোষ-গুণ দেখিতেছি।

৫৪-৮৪। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"-এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে, তাহা গুণ ; এবং পাঁচটী দোষ আছে অর্থাৎ দুই স্থানে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ, আবার তিনস্থানে 'বিরুদ্ধমতি', 'পুনরুক্তি' ও 'ভগ্নক্রম'-দোষ আছে। প্রথম 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ এই যে, এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বই মূল-বিধেয় এবং 'ইদং' শব্দ—অনুবাদ ; এই স্থলে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' আগে লিখিয়া 'ইদং'-শব্দ পশ্চাৎ লেখা অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে, অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ এই যে, 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব'—এই প্রয়োগে 'দ্বিতীয়ত্ব'—বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিখিয়া সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া নষ্ট হইল ; অর্থাৎ লক্ষ্মীর সমতা-প্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল ; তাহা সমাস-দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটী 'বিরুদ্ধমতি-কৃত', তাহা 'ভবানীভর্ত্তুঃ' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে ; এরূপ প্রয়োগে 'ভবানী'-শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা'-শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা,—এইরূপ দ্বিতীয়মতি উদিত হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য

অনুভাষ্য

৫৮। আদি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে, শুন সাবধান ॥ ৬১ ॥

তৃতীয় দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'ভবানীভর্ত্তুঃ'-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতি'-কৃত নাম এই মহাদোষ ॥ ৬২ ॥
ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি ॥ ৬৩ ॥
'শিবপত্নীর ভর্ত্তা'—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতি'-শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ ॥ ৬৪ ॥

ইহার অন্য একটী দৃষ্টান্ত ঃ—

'ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তা-হস্তে দেহ দান'।
শব্দ শুনিলেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥

চতুর্থ দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা'—এই পুনরায় দূষণ ॥ ৬৬ ॥

পঞ্চম দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি, এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চদোষে শ্লোকের মহিমা-হানি ঃ—

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৮ ॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৯ ॥

উপমা ঃ—

সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৭০ ॥

ভরতমুনি-বাক্য—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকের পঞ্চগুণ ঃ—

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৭২ ॥

১ম ও ২য় গুণ—উভয়ই শব্দালঙ্কার ঃ—

শব্দালঙ্কারে—তিনপদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী'-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৭৩ ॥
প্রথম চরণে পঞ্চ 'ত'-কারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ 'রেফ'-স্থিতি ॥ ৭৪ ॥
চতুর্থ চরণে চারি 'ভ'-কার-প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৫ ॥
'শ্রী'-শব্দে, 'লক্ষ্মী'-শব্দে—এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৬ ॥
'শ্রীযুত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাসে শব্দালঙ্কার-ভেদ ॥ ৭৭ ॥

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গুণ—তিনটীই অর্থালঙ্কার ঃ—

'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার—উপমা-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম—'বিরোধাভাস' ॥৭৮॥
'গঙ্গাতে কমল জন্মে'—সবার সুবোধ।
'কমলে গঙ্গার জন্ম'—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৯ ॥
'ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি'।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা-চমৎকৃতি ॥ ৮০ ॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, বিরোধ-আভাস ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় ঃ—

শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোক—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৮২ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব—সাধ্য, সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান'-অলঙ্কার ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বিরুদ্ধমতিকৃত'-দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে, 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য শেষ হইল, সে স্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়া 'পুনরক্তি'-দোষ হইল। পঞ্চম দোষ—'ভগ্নক্রম'; ১ম, ৩য়, ৪র্থ—এই তিনপাদে 'ত'কার, 'র'কার ও 'ভ'কারের অনুপ্রাস আছে, ২য় পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম'-দোষ। পঞ্চালঙ্কার-গুণসত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে শ্লোকটী ছারখার হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষও থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত, ভূষণ-ভূষিত সুন্দর শরীরের ন্যায় তাহা বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়। এখন গুণের কথা বলি,—তোমার এই

অনুভাষ্য

৭০। বিগীত—নিন্দিত।

৭১। বিভূষিতং (সমলঙ্কৃত) সুন্দরং (মনোহরম্) অপি বপুঃ (শরীরং) যথা একেন শ্বিত্রেণ (শ্বেতাখ্যকুষ্ঠরোগেণ) দুর্ভগং (শ্রী-রহিতং মলিনং) স্যাৎ, তথা রসালঙ্কারবৎ (রসঃ শৃঙ্গারাদিঃ অলঙ্কারঃ অনুপ্রাসোপমাদিঃ, তাভ্যাং যুক্তং) কাব্যং (রসাত্মকং বাক্যং) চেৎ (যদি) দোষযুক্ ভবতি, তথা দুর্ভগং (শ্রীহীনং) জ্ঞেয়ম্।

স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার ।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮৪ ॥

অদোষদর্শী প্রভুকর্ত্তৃক কবিকে উৎসাহ-দান ঃ—

প্রতিভা, কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে ।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাধে ॥ ৮৫ ॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল ।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥" ৮৬ ॥

দিগ্বিজয়ীর বিস্মিত মনে বিচার ঃ—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত ।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা—স্তম্ভিত ॥ ৮৭ ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর ।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮৮ ॥
'পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ ।
জানি—সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর অলৌকিক ব্যাখ্যাকে—বাগ্‌দেবীকৃত বলিয়া ধারণা ঃ—

যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি ।
নিমাঞি-মুখে রহি' বলে আপনে সরস্বতী ॥' ৯০ ॥

প্রভুর প্রতি কবির উক্তি ঃ—

এত ভাবি' কহে,—"শুন, নিমাঞি পণ্ডিত ।
তব ব্যাখ্যা শুনি' আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস ।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥" ৯২ ॥

ইহা শুনি' মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী ।
তাঁহার হৃদয় জানি' কহে করি' ভঙ্গী ॥ ৯৩ ॥

ব্যাখ্যা-নৈপুণ্যের কারণরূপে সরস্বতীকে প্রভুর নির্দ্দেশ ঃ—

"শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
সরস্বতী যাহা বলায়, সেই বলি বাণী ॥" ৯৪ ॥

সরস্বতীর উপর দিগ্বিজয়ীর অভিমান ঃ—

ইহা শুনি' দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয় ।
'শিশুদ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয় ॥ ৯৫ ॥
আজি তাঁরে নিবেদিব, করি' জপ-ধ্যান ।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান !!' ৯৬ ॥

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক ঘটনার মূলকারণ-নির্দ্দেশ ঃ—

বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল ।
বিচার-সময় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯৭ ॥

কবির পরাভবে শিষ্যগণের হাসি ও প্রভুর তন্নিবারণ ঃ—

তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল ।
তা'-সবা নিষেধি' প্রভু কবিকে কহিল ॥ ৯৮ ॥

কবিকে প্রভুর সম্মান-দান ঃ—

"তুমি মহাপণ্ডিত হও, কবি-শিরোমণি ।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৯ ॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার ।
তোমাসম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ১০০ ॥

জয়দেব, কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বেও দোষ ঃ—

ভবভূতি, জয়দেব আর কালিদাস ।
তাঁ-সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্লোকে দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার আছে—(১ম) তিনপাদে যে অনুপ্রাস আছে, তাহা 'শব্দালঙ্কার'। (২য়) "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, 'পুনরুক্তিবদাভাস'রূপ শব্দালঙ্কার হয়। 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী'কে একবস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই ; 'শ্রীযুত লক্ষ্মী'—এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে, তাহাতে যে পুনরুক্ত্যাভাস হয়, উহা শব্দালঙ্কার-বিশেষ। (৩য়) 'লক্ষ্মীরিব' এই প্রয়োগে উপমালঙ্কাররূপ অর্থালঙ্কার। (৪র্থ) আর একটী 'বিরোধাভাস'-রূপ অর্থালঙ্কার আছে, তাহা বিষ্ণুচরণ-কমলোৎপন্ন গঙ্গা-সম্বন্ধে। জল হইতেই কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি—এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে 'বিরোধালঙ্কার' উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল 'বিরোধাভাস' আছে, তাহাই অলঙ্কার। (৫ম) গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে যে বাক্যে অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোৎপত্তি-বাক্যে, সেই বাক্যই 'অনুমান' অলঙ্কার।

৭১। বিভূষিত সুন্দর বপু শ্বিত্রযুক্ত হইলে যেরূপ দুর্ভগ হয়, রসালঙ্কারযুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ হয়।

৮২। জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয়

অনুভাষ্য

৮২। অম্বুনি (জলে) অম্বুজং (পদ্মং) জাতম্ (উৎপন্নম্) ; ক্বচিৎ (কুত্র) অপি অম্বুজাৎ (পদ্মাৎ) অম্বু (জলং) ন জাতম্ ; কিন্তু মুরভিদি (মুরারৌ কৃষ্ণে) তদ্বিপরীতং (কার্য্যকারণ-ভাবয়োর্বৈষম্যং) দৃশ্যতে, যতঃ (কৃষ্ণপাদপদ্মাৎ) মহানদী (গঙ্গা) জাতা (নিঃসৃতা)।

৮৫। কাব্যের যদি বিচার করা না যায়, তাহা হইলে অবশ্য উহার দোষ সহজে দৃষ্ট হয় না।

১০১। ভবভূতি বা শ্রীকণ্ঠ—ইনি 'মালতীমাধব', 'উত্তর-

শ্লোক-রচনাই প্রকৃত গুণ ঃ—

দোষ-গুণ-বিচারে এই অল্প করি' মানি ।
কবিত্ব-করণে শক্তি, তাঁহি সে বাখানি ॥ ১০২ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার ।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙ তোমার ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর তাঁহাকে সবিনয়-বাক্যে বিদায়-দান ঃ—

আজি বাসা' যাহ, কালি মিলন আবার ।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥" ১০৪ ॥

রাত্রে কবির সরস্বতীর-আরাধনা ঃ—

এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন ।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥ ১০৫ ॥

সরস্বতীর উপদেশে প্রভুকে ঈশ্বর-বুদ্ধি ঃ—

সরস্বতী রাত্রে তাঁরে উপদেশ কৈল ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুরে জানিল ॥ ১০৬ ॥

প্রাতে প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ ও প্রভুর কৃপা ঃ—

প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর সুকৃতি ঃ—

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন ।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
যে কিছু করিল ইহাঁ, বিশেষ প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্ম লাভ করিয়াছেন।

১০৭। বন্ধন—পণ্ডিতাভিমানরূপ মায়া-বন্ধন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

চরিত', 'বীরচরিত' প্রভৃতি সংস্কৃতনাটক-প্রণেতা। ভোজরাজার রাজ্যকালে ইঁহার উদয়-কাল। ইনি পদ্মনগর-নিবাসী ভট্ট-গোপাল-নামক কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রোত্রীয় বিপ্রের পৌত্র নীল-কণ্ঠের পুত্র।

কালিদাস—সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। ইঁহার রচিত 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল', 'মেঘদূত' প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানি সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

জয়দেব—আদি, ১৩শ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোলবর্ষ বয়স হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ঐ সকল লীলা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে, যে যে স্থলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন অংশ ছাড়িয়াছেন, তাহারই কিছু সবিশেষ-বর্ণন এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়। আম্রমহোৎসব-লীলাটী ও কাজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অবশেষে দেখাইলেন যে, যশোদানন্দন শচীনন্দন হইয়া চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক একান্তরূপে গোপীভাব স্বীকার করিয়াছেন। যতপ্রকার ভক্তভাব আছে, তন্মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ; যেহেতু গোপীভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত আর কাহারও ভজনীয়ত্বের প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ হইলে গোপীসকল তাঁহাকে নমস্কার-মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলেন। সাধারণ গোপীভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্ত্যাদির পরিত্যাগ হয় মাত্র। কিন্তু গোপীজন-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজতা রাখিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নন্দ—